শুধু নাচ গান নয়, মেধাবীদের নিয়ে শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠান চাই

প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটি লক্ষ্য থাকে। লক্ষ্যহীন মানুষ মাঝিহীন নৌকার মতোই। অবশ্য যুগভেদে মানুষের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পরিবর্তন দেখা যায়। অতীতে মানুষের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য যেমন ছিল বর্তমানে তেমন নেই। এক সময় মানুষ কবি হওয়ার সাধনা করতো, স্বপ্ন দেখতো রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, আলামা ইকবাল, ইমরুল কায়েছ কিংবা শেক্সপেয়ার হওয়ার। গান-কবিতার ব্যবহারও ছিল নানা ক্ষেত্রে। বিখ্যাত কবি ও গায়করা সমাদর পেতেন রাজমহলে। তাদের শ্লোক ব্যবহার হতো রণক্ষেত্রে, কখনো স্বগোত্রের যোদ্ধাদের উজ্জিবিত করতে আবার কখনোবা প্রতিপক্ষকে দূর্বল করতে। যুগ বদলালেও এখনও অনেক যুবক-যুবতীই খেলোয়াড় হতে চায়, স্বপ্ন দেখে গায়ক-গায়িকা, নায়ক-নায়িকা কিংবা নাচ-নাচুনি হওয়ার। এ সব পেশায় ভালোছাত্র হওয়ার দরকার হয় কি-না জানিনা। তবে খ্যাতিমান অনেক তারকাদের দেখে মনে হয় লেখাপড়া হলেও চলে না হলেও চালিয়ে নেয়া যায়। বরং লেখাপড়ার মাধ্যমে জীবনকে যতটা চাকচিক্য ও ঝলমলে করা যায়; খেলাধুলা, নাচ-গানের মাধ্যমে অবিশ্বাস্যভাবে তারচেয়ে শতগুণ দ্রুত ও সহজে ঝকঝকে জীবনের নিশ্চয়তা মিলে। শিক্ষার মাধ্যমে যে চাকরি পাওয়া যায় তার দ্বারা আদৌ বিলাশবহুল গাড়ির মালিক এবং কোটিপতি হওয়া সম্ভব নয়। যারা হয় নেপথ্যে তাদের অশুভ বাড়তি আয় আছে। কিন্তু খেলাধুলা, নাচ-গান কিংবা অভিনয়ের মাধ্যমে রাতারাতি লাখোপতি/কোটিপতি হওয়া একেবারেই স্বাভাবিক ব্যাপার। সেই বিচারে যারা উন্নত জীবনের স্বপ্নে এখনো লেখাপড়াকে পাথেয় হিসেবে বেছে নিয়েছে তারা শুধু বোকাই নয়, সেকেলেও, যেন এনালগ পদ্ধতিতেই আছে! অথচ উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য আপটুডেট ডিজিটাল পদ্ধতিটি হলো খেলাধুলা, নাচ-গান, অভিনয় ইত্যাদি আর কি! রাজনীতিও উন্নত জীবনের গ্যারান্টিতে ডিজিটাল পদ্ধতির মধ্যেই পড়ে! কিন্তু প্রশ্ন হলো- দেশ, জাতি তথা বিশ্ববাসীর উন্নয়নে শিক্ষার প্রয়োজন বেশি, নাকি নাচ গান-বাজনা? আমিতো বলবো শিক্ষাই মৌলিখ বাঁকীটা গৌণ। জ্ঞানের রাজ্যে অবাধ বিচরণের মাধ্যমে মন-মানসিকতার উৎকর্ষ সাধন করে উৎপাদন ও উন্নয়নে স্বার্থক অবদান কেবল শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। একটি জাতিকে দেহ ধরলে শিক্ষা তার প্রাণ। সুতরাং শিক্ষা বাদ দিয়ে অন্য কিছুর যত্ন নেয়া মানে প্রাণহীন দেহের পরিচর্যা করা। সি.পি. স্নো তাঁর 'দি টু কালচারস এ্যান্ড দি সায়েন্টিফিক রিভোলিউশন' গ্রন্থে বলেছেন- 'আমাদের শিক্ষিত হতে হবে, অন্যথায় ধ্বংস অনিবার্য'। কিন্তু সমাজের বিত্তবানরা কেন জানি শুধুই নাচ-গানের বিকাশে তড়িৎ বেগে ধেয়ে চলেছে। অথচ সৃজনশীল শিক্ষার জন্য মেধাবীদের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সহায়তায় একধাপ এগুতে নারাজ। গত ২০০৫ সাল থেকে এনটিভি-র আয়োজনে 'ক্লোজ-আফ ওয়ান' প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এ পর্যন্ত মোট তিনটি আসর সম্পন্ন হয়েছে। তাতে তারকা খ্যাতি পেয়েছে নোলক, ছালমা, লিজাসহ অনেকেই। প্রায় একই রকম অনুষ্ঠান আছে চ্যানেলআই, এটিএন, আরটিভিসহ অন্যান্য চ্যানেলেও। আছে কৃষক, রিক্সাচালক ও রাজমিস্ত্রীদের নিয়ে আলাদা আলাদা আয়োজন। শুধু গান গেয়ে রাতারাতি তারকা বনে গেছে, পেয়েছে লাক্ষ লাক্ষ টাকা, মালিক হয়েছে বিলাশবহুল গাড়ির, মিলেছে বিশ্বভ্রমণের অফুরন্ত সুযোগ। নোলক, ছালমা এবং লিজার জীবনে হঠাৎ করেই ওতো টাকা, ওমন বিলাশবহুল গাড়ির প্রয়োজন ছিল কিনা বলাই বাহুল্য। অবশ্য তারকা বাছায়ের এসব পদ্ধতি নিয়ে বিতকর্ও কম নেই। ভালো গান গাইলেই তারকা হওয়া যায় এমনটি ভাবলে ভুল হবে বরং মোবাইল কোম্পানির এসএমএসের ব্যবসা ও মিডিয়াসম্রাটদের বাসনা শিল্পীকে নিখুঁতভাবে বুঝতে হয়। পর্যাপ্ত এসএমএস নিজে করা এবং অন্যকে করানোর জন্য প্রচারের সামর্থও থাকতে হয়। নন্দিত উপস্থাপক হানিফ সংকেত তাঁর ইত্যাদির মাধ্যমে জাতির জ্ঞাতার্থে এসব অসঙ্গতির কিছুটা তুলেও ধরেছেন। সংকেত ভাইকে ধন্যবাদ।

এখন যুগ বদলেছে, মানুষের প্রবণতা ও আকাঙ্খাতেও পরিবর্তন এসেছে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা গান-কবিতার প্রয়োগ অনেকটাই ম্লান করলেও ভান বেড়েছে। তাইতো গান-বাজনা নিয়ে টিভি চ্যানেলগুলো একরকম বেহুস হওয়ার দশা। সুন্দরী খোঁজেও মিডিয়াম্যানরা একইভাবে শশব্যস্ত। ওইসব অপসোরারা জাতির কী উপকারে আসবে তা অবশ্য অজ্ঞাত। বরং লাভ যা হ'য়ার তা যথাক্রমে বয়ফ্রেন্ড এবং বরের হতে পারে। অবশিষ্ট যা হতে পারে তা শুধু ক্ষতি আর ক্ষতি, কারণ দেশের উদীয়মান যুবকরা নানা ভঙ্গিমায় বিউটিদের সুগঠিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখবে, শয়নে স্বপনে কল্পনা করে শিহরিতও হবে। অবশ্য অসীম পুলকিত বোধের মাত্রা শেষে সকালের গোসল দ্বারা নির্ধারিত হ'য়াও অসম্ভব নয়!

হয়তোবা এসবও সেবামূলক কর্মের মধ্যেই পড়ে! যাই হোক, এতোগুলো টিভি চ্যানেল থাকলেও শিক্ষা বিষয়ক প্রোগ্রাম ও প্রতিযোগিতা নেই বললেই চলে। অধ্যাপক মার্শাল শিক্ষাকে পুঁজি বিনিয়োগের সর্বোৎকৃষ্ট ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু মেধাবীদের নিয়ে নেই কোনো আয়োজন। তারা নিরবে নিভৃতেই রয়ে যাচ্ছে। অথচ ভালো শিল্পী খোঁজে টিভি চ্যানেলগুলো যেন দেশজুড়ে কম্বিং অপারেশন চালাচ্ছে। মেধাবী শিক্ষার্থী নয় বরং নায়ক-নায়িকা গায়ক-গায়িকা তাদের চাই-ই-চাই। যে শিক্ষার্থী মেধাতালিকায় স্থান পায় কিংবা নয়টি শিক্ষাবোর্ডে প্রথম হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অর্জন করে, ফ্যাকাল্টিতে শ্রেষ্ঠ হয় সেই শিক্ষার্থীকে উৎসাহ দেয়ার জন্য লাক্ষ লাক্ষ টাকা কিংবা গাড়িবাড়ি তো দূরের কথা হাজার টাকার পুরস্কার দিতেও কেউ এগিয়ে আসেনা। কিন্তু নয়টি শিক্ষাবোর্ডে যে শিক্ষার্থী প্রথম হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাকাল্টিতে শ্রেষ্ঠ হয় তার সাধনা ও অর্জন বড়, নাকি এসএমএসের শিল্পীর অর্জন বড়? অথচ হায়! একি হতাশার ইঙ্গিত! শিক্ষার বিকাশ-বিস্তারে, মেধাবীদের উৎসাহ ও তাদের ত্যাগ, সাধনা এবং অর্জনের স্বীকৃতি ও পুরস্কার দিতে কেউ দৃশ্যমান হচ্ছে না। 'লেখাপড়া করে যে গাড়িঘড়ায় চড়ে সে' এই বিশ্বাস ও আশ্বাস আজ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। বরং সত্যি হয়েছে 'লেখাপড়া করে যে গাড়িচাপায় মরে সে' এই নিবন্ধের লেখক নিজেও একসময় শিক্ষাবোর্ডে মেধাতালিকায় স্থান পেয়েছিল। কিন্তু উপঢৌকন, পুরস্কার বা বৃত্তি হিসেবে যা জুটেছে তা শুনলে নায়ক-গায়করা তিরস্কারের হাসি দিবে বৈকি। নায়ক-গায়ক অন্বেষণে টিভি চ্যানেল ও মোবাইল কোম্পানীগুলো ফাঁদপেতে যেভাবে হৈচৈ করে পুরস্কার দিচ্ছে তাতে জানতে ইচ্ছে করে মেধা গলায় থাকে নাকি মাথায়! সুইডেনের নোবেল ফাউন্ডেশন কেন বুঝলো না যে এই পুরস্কারটি শুধু বিজ্ঞান, সাহিত্য, শান্তি ও অর্থনীতিতে সীমাবদ্ধ না রেখে নাচ-গানেও দেয়া উচিৎ! তাতে বাংলাদেশ হয়তো প্রতিবছর জোড়ায় জোড়ায় নোবেল বিজয়ী পেতে পারতো। তবে নর্তক-নর্তকীদের খুব একটা আত্মশাঘা বোধ করার সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। কারণ, ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে পৃথিবীর প্রায় সব জাতিতেই নট-নর্তকীদের আগমন ঘটেছে নিচু পরিবার তথা বংশ থেকে। আর রাজ্যের রাজা-মন্ত্রী, ধনিক-বণিক ও ক্ষমতাবান শাসক-শোষক শ্রেণীরা তাদের মদ-জুয়ার আসরে উন্মাদনার উপকরণ হিসেবে গায়িকা নর্তকীদের দ্বারা আনন্দ উপভোগ করেছেমাত্র। বর্তমানের মিডিয়া সম্রাটরা এযুগের গায়িকা নাচুনিদের দ্বারা তাদের কোন উন্মাদনা প্রশমন করতে চায় তা তারাই ভালো জানে!

গান-বাজনা নিয়ে প্রচার মাধ্যমসমূহ যে মাত্রায় মেতেছে সে মানের শিল্পী অবশ্য দেশবাসী পায়নি বলেই মনে হয়। বরং সদ্যখ্যাত তারকারা অন্যের সুরকরা গান যতটা নিখুঁতভাবে নকল করেছে নতুন গান গাইতে গিয়ে ঠিক ততটাই ধরা খেয়েছে। ফলে তাদের গায়কি নিয়ে ঢের প্রশ্ন জেগেছে। ডিস ও রিমোর্টের সুবাদে ইনডিয়ান গানের অডিশন দেখার সুযোগ আমাদের অনেকেরই হয়েছে। যে মানের শিল্পীরা ওইদেশে প্রথম রাউন্ডেই আউট হয়ে যায় ঠিক সেই মানের শিল্পীরা ঢাকাতে সেরা দশে স্থান পায়। হারমোনিয়ামের দুইপার্ট সামনে-পিছনে করতে পারলেই যেন স্টেজ কাঁপানো তারকা। এই ছোট্ট একটি দেশে দশটি টিভি চ্যানেল, অনুমোদনের অপেক্ষায় পাইপলাইনে আছে আরো দশটি। এতোগুলো চ্যানেল চলবে কিভাবে? তাই তাদের অনেক শিল্পীচাই, নায়ক-গায়ক চাই। পরিস্থিতি এমনি যে, টিভিতে অধিকাংশ গানের অনুষ্ঠান দেখলে-শুনলে বিরক্তে চ্যানেল দ্রুত পরিবর্তন ছাড়া বিকল্প থাকেনা। গায়কের গায়কি দেখে প্রশ্ন জাগে যে আসল গায়কের অনুপস্থিতিতে নকল কেউ গাইছে কিনা। ড্রাইভারের অবর্তমানে হেলপার যেভাবে গাড়ি চালায় তেমনটিই আর কি! অনুষ্ঠান ও খবর বলতে শুধু নাচ-গান আর নেতা-নেত্রীরা কে কোথায় যাবেন সে সবকেই যেন বুঝায়। এ প্রসঙ্গে কবি মুকুন্দ দাসের একটি গানের অংশ বিশেষ তুলে ধরলে পাঠক সহজেই মিডিয়ার দৌড়-ঝাঁপ বুঝতে পারবেন বলে মনে হয়। 'এডিটার খোঁজ রাখে ক'জনার?/ চলিশ কোটি মায়ের ছেলে নাম ছাপে সে দু'চার জনার।/ নামটি যার টাইটেল যুক্ত/ লেখনীটি সেথায় মুক্ত/ তা বৈ লেখার উপযুক্ত আছে কি রে আর?/ রামা আজ দিলি যাবেন, শ্যামা যাবেন কাছাড়/ স্টারে নাচবে কুসুম-কুমারী, আমরি খবরের বাহার'।

যাইহোক, শিক্ষা নিয়ে আমরা যে যতটুকুই ভাবি এবং লেখালেখি করি না কেন শিক্ষার প্রতি বিশেষ দরদ থেকেই তা করি। সুতরাং শিক্ষা এবং শিক্ষিত মানুষ তথা মেধাবীদেরকে অবহেলিত হতে দেখলে কিংবা তা দিন দিন বিপন্ন হচ্ছে ভাবলে কষ্ট পাই। সেই কষ্টানুভূতি থেকেই যেহেতু এই লেখা, তাই পাঠকরা ভাবতে পারেন আমি সাংস্কৃতি বিরোধী মানুষ। তবে পাঠকদের অবগতির জন্য বলে রাখা ভালো যে আমি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গানগেয়ে

বেশ কিছু পুরস্কার পেয়েছি। অন্তঃকক্ষে গান গাওয়ার ক্ষেত্রে এখনও বন্ধু মহলে আমার বেশ সুনাম আছে। বিশটির মতো গান গুবহু মুখস্ত গাইতেও পারি। সুতরাং আমি মোটেও সাংস্কৃতি তথা নাচ, গান-বাজনার বিপক্ষে নয়। বরং উৎফুল, আবেগ আপুত হাস্যোজ্জল শ্রোতা, দর্শক ও ভক্ত শুভাকাঙ্খী। অবশ্য আমি যে শিল্পী নয় তা হলফ করেই বলতে পারি। তাই আমার এই পর্যালোচনা সঠিক নাও হতে পারে। তবে টিভি চ্যানেল ও মোবাইল কোম্পানিসহ অন্যান্য উদ্যোক্তাদের কাছে আমার যে চাওয়া তা হলো ব্রিটিশরা এই উপমহাদেশে তাদের নিষ্ঠুর শাসন-শোষণ চিরস্থায়ী করার মানসে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির অনুকুল শিক্ষাব্যবস্থা রোপণ করে গেছে যা আজো চালু আছে। ঔপনিবেশিক ধাঁচে গড়া এই শিক্ষা ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তনের জন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে এক্সক্লুসিভ আলোচনার প্রয়োজন আছে। সুতরাং আপনারা শুধু নায়ক-গায়ক খোঁজার অনুষ্ঠান না করে মেধাবীদের নিয়েও অনুষ্ঠান তৈরী করুন। তাদের মেধা সৃজনশীল কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টি করুন। অন্তত একটি চ্যানেল এগিয়ে আসুক যেখানে সকল প্রোগ্রাম শিক্ষা বিষয়ক হবে। তাতে জাতির সামনে শিক্ষা ব্যবস্থার দোষ ত্রুটি বেরিয়ে আসবে, মেধাবীরা উৎসাহ-উদ্দীপনা পাবে, মেধার চর্চা ও বিকাশে উজ্জিবিত হবে।

লেখক:
ড. আহমেদ ইমতিয়াজ
শিক্ষা বিশেষক ও শিক্ষক, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, রা.বি.।
E-mail: aimtiajbd@yahoo.com